প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৬০

প্রকাশক
পবিত্র মুখোপাধ্যায়
কবিপত্র প্রকাশভবন
৬০ সদানন্দ রোড
কলকাতা ২৬

পরিবেশক
সিগনেট বুকশপ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ১২
১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

মুদ্রক
রণজিৎ কুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩ আচার্য জগদীশ বসু রোড
কলকাতা ১৪

প্রচ্ছদশিল্পী
পূর্ণেন্দু পত্রী

মা-কে

সংকলিত কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩। বিন্যাসে প্রায়শই কালানুক্রম রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বন্ধুবর পুষ্কর দাশগুপ্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে এবং অন্য বহুভাবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন। তাছাড়া বন্ধুবর পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক সহায়তা না পেলে গ্রন্থের প্রকাশ সহজসাধ্য হতো না। বন্ধুবর রমানাথ রায়, অনন্ত দাশ, সরোজ ঘোষ ও মণীন্দ্র চক্রবর্তীর সহযোগিতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সূচীপত্র

পদাবলি :

অদূরে জলের শব্দ

অদূরে জলের শব্দ

কে এঁকেছে রাধা-অঙ্গে তরঙ্গের অনুরাগলিপি
কার হাসি বসন্তের এ-বাতাসে মাধুরী ছড়ায়
সমুদ্রের স্ফীত বক্ষে ডুবে যায় মানসীপ্রতিমা
অজগর মগ্নচরে জলযান লগ্ন অসহায়,
শেষবার মোহাবেশমুক্ত মনে দিগন্তের সীমা

অধীর আগ্রহে ছোটে, পায়ে ছেঁড়ে শিকলবন্ধন ,
কোথা কবে শাখানদী হাতে নিয়ে বিদায়ের রাখি
জলভরা ছলনায় হাসিকে করেছে সকরুণ
অথবা কোথায় পটে আঁকা আছে সরমা বৈশাখী
ইতিকথা বোনো জলে ধুয়ে নিল কৌতুকী প্রসূন ।

সারাদিন মনে হয় সঙ্গিহীন অকরুণ আমি
কে আমায় ডাকে আজ শ্রাবণের বিষাদে বিবলে,
অদূরে জলের শব্দ, শীর্ণ আলোরেখা অনুগামী,
কাঁপন লেগেছে শান্ত উপবনে লাজুক পল্লবে ।

সারাটা দুপুর

সারাটা দুপুর ধ'রে বিষাদে মন্থর সেই পাখিটা একাকী
ডেকে যাচ্ছে—ডেকে যাচ্ছে। সারাটা দুপুর
ডাকছে· · ··
পাতায় পায়ের শব্দ, চিত্রাবলি, পাণ্ডুর আকাশ
সমস্ত দুখান হয়ে যাবে ব'লে ত্রস্ত ব্যস্ত এবং তখন
বুকের আড়াল থেকে বিদ্ধ বেদনায়
মুখ ভেসে ওঠে।
শব্দের প্রান্তর ডোবে, শব্দ হয় যন্ত্রণার নাম,
এলোমেলো হাওয়া বয় এপাশে ওপাশে
এবং তখন
সারাটা দুপুর ধ'রে বিষাদে মন্থর সেই পাখিটা একাকী
ডেকে যাচ্ছে—ডেকে যাচ্ছে। সারাটা দুপুব
ডাকছে

পরিক্রমা, অনুক্ত সন্ধান

'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ।।'—ঈশোপনিষৎ ।। ১৫ ।।

আলোকবর্তিকা যেন ঘূর্ণমান বৃত্তে কেন্দ্রমণি
জীবনে যৌবন আনে তপস্যায় সিদ্ধির সম্ভার,
নিরন্তর নিরঞ্জন গতিবেগে পূর্ণতর ধ্বনি ।
সঞ্চারিত বেদমন্ত্র, অভিনব জিজ্ঞাসা অপার,

প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা, দূরশ্রুত ফুল্ল অভিলাষ
এবং আবেগকম্প্র দীপ্ত প্রসাধন সমাহার
আমাকে পথিক করে , চারুশিল্পে বিধৃত আশ্বাস,
মন্দিরে দয়িতা পাই খুলে গেলে বৃত সিংহদ্বার ।

এ-ব্রত জীবনব্রত মাটি জল সুস্থ হাওয়া সাগরসংগম
আনন্দবেদনাবিদ্ধ পরিক্রমা, অনুক্ত সন্ধান,
ক্ষমাহীন উত্তরণ, নিত্যবহা প্রেম অনুপম

যেনবা অসীম দয়া ধ্যানমূর্ত প্রতীতি অম্লান ।
বহুধাবিভক্ত সর্গ শব্দরাশি করে অতিক্রম
যেহেতু অন্বিষ্ট আজ প্রেমিকের অনুচ্চার গান ।

মেঘে মেঘে বেলা হলে

মেঘে মেঘে বেলা হলে জানা তো যাবে না। মনে আর
বুকের নিভৃতে ঢেউ, তবু যদি মুখ বন্ধ রাখো
খাঁচার পাখির মতো, জানি, কোনোদিন পারাপার
হবে না সহজ। মনে মনে যতো বৃন্দাবন আঁকো,—

উধাও আকাশ, খোলা খেত, নদী, পাবে নাতো ছুঁতে ;
কেবল জটিল হবে আপনার ক্ষতের অনলে
ডুবে যেতে যেতে। ছাখো—এখনো গঙ্গার সমতলে
উর্বর মাটির ঝাঁক স্বপ্ন দেখছে নির্জলা মরুতে।

সময়ের পায়ে পায়ে ক্ষীয়মাণ করুণ পথিক
চড়াই উৎরাই পার হয়ে বুঝি পথ পেল খাদে।
আমনের ভরা তরী ধীরে ধীরে তীরের কিনারে

একটি বাসর তাজা করেছে কেবল। মানসিক
দ্বন্দ্বে ভিজে অরসিক নাগরিক মরেছে অবাধে,
মৃতকল্প তুমি আজ অকপটে এলে অভিসারে।

জাদুঘর

মৃত্যুর চেয়েও ঠাণ্ডা অকম্পিত গাঢ় অন্ধকার
আমাকে প্রলুব্ধ করে ধুরন্ধর যুবতীর মতো,
নিবিড় উষ্ণতা পাই স্পর্শে ঘ্রাণে অনাত্মীয় বুকে,—
ছায়া ছায়া দেহতট, স্খলিত বাহুর বিস্তার·· ···"
কাছে টানে সঙ্গোপনে আকস্মিক সেয়ানা অসুখে।
যেখানে কূলের রেখা তাব পাশে কনিষ্ঠ আষাঢ়,
বালিতে বিকীর্ণ ছায়া, অন্ধকাব দীর্ঘ সমুন্নত ,
প্লাবন স্তম্ভিত হলে অনুতাপে ছিন্ন পাবাপাব।

আমিও ঝর্ণার জলে ডুবে থেকে মেখেছি কম্পন
সেকথা ভুলেই গেছি। মনে হয় এখন কেবল
স'রে স'বে যাচ্ছি দূরে কোনো এক আতঙ্কের পাশে,
অথবা পাহাড়ে খাদে নির্বাপিত শঙ্কিত অতল
উদ্ধত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কেড়ে নিচ্ছে নীলমণিমন।

চাণক্যের চাতুরিতে ছলনাব চাবণ আকাশে

কেনযে এমনভাবে ঘুরে ঘুবে আকুলতা ঢাকি
কে দেবে উত্তর তার ? কামনার ক্রন্দিত বিবরে
সারা দিনরাত ধ'রে কার ছবি ঠোঁট হাসি আঁকি
নিজেই বুঝি না তাও। মুক্ত কণ্ঠে অনুচ্চার্য স্ববে
একাকী শায়িত আছি এতোদিন নিলাজ শয্যায়
হাতে হাত ঠেকে যেতে বুঝলাম জেগে ওঠা দায়।

কেননা আমিই তাকে কাঁদিয়েছিলাম

আমার শিরায় আর রক্তের স্পন্দনে
তার কান্না শুনি
কেননা আমিই তাকে কাঁদিয়েছিলাম।

অথচ সেদিন আমি তাকে যদি গান শোনাতাম
তার ইচ্ছা অধীর যৌবনে
ফোটাতো পারুল।

ভোরের কুয়াশাক্লান্ত চোখ দুটো তার
ব্যথার পসরা নিয়ে স্বরলিপি আঁকে
কেননা আমিই তাকে কাঁদিয়েছিলাম।

অরণ্যের অন্তরালে

পরবাসী চেতনায় ক্লান্তি নেমে এলো
দ্রিমিদ্রিমি মাদলের নিমজ্জিত তালে,
শিথিল চরণে লজ্জা শুধু এলোমেলো
পাহাড়ী গাছের শান্তি বুকের আড়ালে।

জরিপের সামিয়ানা বিছিয়ে বিছিয়ে
কঠিন এ-শিলাতলে কার বৃন্দাবন,
কে তুমি অমল জলে গোপনতা দিয়ে
আঁচলে কুন্তলে বাঁধো হরিণের মন?

সারা মাঠ জুড়ে কেন ধূসর বাসনা,
অনাবৃত অন্ধকার, নৈঃশব্দ্যের ভিড়,
সিঁড়িতে অস্থির যতো পদশব্দ গোনা
কোথাকার অনুচ্চার গৃহে হবে স্থির!

অরণ্যের অন্তরালে শুনি বারংবার
প্রাথমিক রৌদ্রে বোনা করুণ চিৎকার।

নিলাজ নগ্নতা

আরক্তিম মুখখানা ছুঁয়েছিল মেঘ ঝড় জল,
চোখে চোখে তৃষ্ণা কোনো অতীতের মৃত করবীর,
যেহেতু ও-নায়িকাব অভিমানটুকুই সম্বল
এবং নিলাজ প্রেম হাসি নিয়ে পবিধিতে স্থির।

সায়ন্তন অবসরে দর্পণেব মুখে মুখ রেখে
ক্লান্তিটাকে জয় করে।   অনুদাব হিসেবী সীমায
নিশীথের অন্ধকাবে মুকুলিত রূপ নেবে ঢেকে
এমন একান্ত ইচ্ছা মানিনীকে কাছে পেতে চায়।

অথচ জানে না শান্তি বিবিক্তির বিদর্ভেতে নয়,
চেনা এক পাখা-ঘিবে আবর্তেব আর্দ্র গুঞ্জবণে
সীমায়িত পারাবত, সুকুমাব জাড্যপবিচয়
অভিজ্ঞান খুঁজে পায় মিতাচাবে ও বাখিবন্ধনে।

কখনো আলোড়ন

নেমেছে গভীরেতে নিবিড় ছায়া তার
আলোকে অপলকে করেছি অনুভব
কখনো আলোড়ন কখনো একাকার ।

ললিত ফাল্গুনে নিজেকে বওয়া ভার
কেবলি অনুখণ ছড়ানো সৌরভ
নেমেছে গভীরেতে নিবিড ছায়া তার ।

তটিনী মেঘমালা ঝঞ্ঝা তমসার
শতধা বিদ্যুতে এ-খেলা দুর্লভ
কখনো আলোডন কখনো একাকার ।

অধরে আকুলিত সঘন পারাপার
দুকূলে ঢেউ-গোনা কুহেলী গৌরব
নেমেছে গভীরেতে নিবিড ছায়া তার ।

নিয়ত অনূদিত বিজনে অভিসার
লজ্জা অবিনাশ খচিত পল্লব
কখনো আলোড়ন কখনো একাকাব ।

ভুবনে এতো জ্বালা গোপনে সন্ধ্যাব
বেনামা বন্দরে দমিত উৎসব
নেমেছে গভীরেতে নিবিড় ছায়া তার ।
কখনো আলোড়ন কখনো একাকার ॥

দ্বিজত্বে

ততোক্ষণ শুয়েছিল স্মরণীয় নত দেহ নিয়ে।

অনাহুত খুশিগুলো অকারণে করেছিল খেলা,
চোখে এক স্বপ্ন এঁকে বুকে মেখে স্পর্শ আর ঘ্রাণ
দেখেছিল কী যন্ত্রণা গ'ড়ে তোলে ভাদরের বান,
ঠিক যেন হেমন্তেই স'রে এলো ফাল্গুনের বেলা !
ঘুম থেকে বহুদূবে আপনাব মরুস্থানে গিয়ে

নিজেকেই উপভোগ কবেছিল অপরের জিভে।
আলুথালু বেশ, কেশ, স্তন আশাতুব হয়ে ওঠে ,
বাস্তবিক চেনা ছায়া অন্ধকাবে আলোকেব নিবে
নাম লেখে চুপিচুপি। বমণীও ত্রস্ত হয়ে ফোটে।

ডুবে যেতে পারি

স্থির স্বচ্ছ জলে আমি একা একা ডুবে যেতে পারি।
কোনো ঢেউ শব্দ কিংবা প্রকম্পিত রেখা
না তুলে কেবল দীর্ঘ একাত্ম নৈঃশব্দ্যে
সোজাসুজি নীল জলে ডুবে যেতে পাবি।

তোমরা চতুর যাবা হেসে উঠে বলবে সবিনয়ে
কি এমন শক্ত কাজ! আমবা সবাই পারি, তার
চেয়ে ভেসে ওঠাটাই ববং কঠিন।

ঢের দূরে মাঠেব আঁচলে
প্রসন্ন সন্তাপে বেঁচে থেকে শুধু এইটুকু জানি
শীতে বা চৈত্রের কোনো অনাত্মীয় ঝড়ে মেঘে নয়
নিত্যকার পোষমানা ঘবে কাছাকাছি
থেকেও একাকী বিনা অভিমানে আমি
শান্ত জলে ধীবে ধীবে ডুবে যেতে পাবি।

পেতে চাই গোলাপ উজ্জ্বল

একি হলো হে অনঙ্গ, কী ঘনিষ্ঠ তীব্র অপরাধে
হাত থেকে কেড়ে নিলে অপরূপ ফুল্ল ভুঁইচাঁপা !
এখনো আঙুলে আঁকা পরাগের অঙ্গরাগরেখা,
দিগন্তে তারার আলো, পথের নিশানা পথে কাঁদে,

অফুরান চন্দ্রাবলি ! কোথায় হারিয়ে গেল গান
অনুগামী শিঞ্জিনীর চমকিত লহরী মৃণাল ,
কেবল কপট স্পর্শ, অন্ধকার, ঘৃণিত আড়াল,
পাতালে কবন্ধ বায়ু, ক্রমাগত অতল সোপান !

আমি কি চেয়েছি এই নরমুণ্ড, শৃগালের ধ্বনি ?
বন্ধ হয়ে আসে শ্বাস, রক্তে দোলে স্ফুরিত শীতল,
কলঙ্কে আকণ্ঠ মগ্ন, লোভাতুর দামাল অশনি

দৃষ্টি রাখে অবিনাশ, ক্ষণকালে লুপ্ত নদীজল।
চতুর্দিকে সমাকীর্ণ মেঘরাশি একনিষ্ঠ ফণী ;
মৃত্যুকে কাঙাল ক'রে পেতে চাই গোলাপ উজ্জ্বল।

করুণা কে চায়

সবাই যাতনা দেয় অকৃপণ সাধে
গলায় পরাতে চায় মন্ত্রপুত বিষের মাদুলি,
কোনোকালে নীলকণ্ঠ ছিলাম না আমি
তাহলে কি ক'রে বলো দুটো হাতে একা একা এ-বন্ধন খুলি ?

আমিও বিশ্বাস করি অদূরে কোথাও
পয়স্বিনী জলাধার আছে
স্বপ্নের দয়িতা পাই নয়নে ও ঠোঁটে
তবুও কঙ্কাল ছেড়ে খোলা খেতে যাওয়াই বারণ
কেননা আমার হাত কে যেন রেখেছে বেঁধে পত্রহীন গাছে।

কতোবার উচ্চকণ্ঠে ডেকেছি এ-শঙ্কাকুল অরণ্যের মাঝে
কেউ সাড়া দেয়নিকো, কেবল আমার
কেঁপে-ওঠা প্রতিধ্বনি ফিরে এসে আছাড় খেয়েছে
শুষ্ক শাদা দেয়ালের গায়।

কে চায় বিনীত লজ্জা, অকারণ করুণা কে চায় !

রবীন্দ্রস্মরণে

......For the loftiest hill
That to the stars uncrowns his majesty,
Planting his steadfast footsteps in the sea,
—Matthew Arnold.

১

গাছের শিকড় রাঙা মাটির শোণিতে,
প্রাচীন পুরুষ দিল বীজ, সূর্য তার
চোখের প্রপাতে পেল অব্যয় শরীর।

নিদারুণ রহস্যসংগীতে
সুশীতল কুটিরের জন্ম, পারাপার
সুস্থ হলে নিস্তরঙ্গ নদীতে তরীর

অধিকার। বহুরূপী বলিষ্ঠ-নূতন
নির্বিকার পূর্ণদৃষ্টি অন্তরে নিবিড়,
মহাকালে সাশ্রয়ী যে ধ্রুবতারা তার আলিম্পন
চিরন্তন আলোকে সুস্থির।

২

আমরা কেবলি ঘুরি দূরের আকাশে,
মনের গোপনে মিশে যে আছে বিলীন
তার তিথি অমাবস্যা, যদিও আশ্বাসে
পূর্ণিমার মতো দীপ্ত, সৌরভে কুলীন

এবং অতৃপ্ত দুটি অতলান্ত চোখে
নির্জন শীতল ঘর দখিনামুখর।
যতো কান্না অগস্ত্যেব গুচ্ছ গুচ্ছ শোকে,
তাই বুঝি আত্মীয়েব পরিচিত স্বব

আপনার আন্দোলিত অজস্র সম্ভারে
ফেবাতে পাবছে না, শুধু ছায়া স্মৃতি বেখে
আমাদের নিমজ্জিত মানসের পাবে

নিজের স্বপ্নকে নিজে রাখছে ঢেকে ঢেকে।
অথচ প্রয়াসী হলে আজো ধর্মাচাবে
দেখতে পাবো, সূর্য উঠছে সপ্তবর্ণ মেখে।

পুতুল

নড়ন চড়ন নেইকো, পুতুল, শাড়ি
রঙিন পাড়ের, নীরস বিবশ মন
ডিঙির মতন মাছের মতন বাড়ি
ভেতর মহল সখের আন্দোলন।

গাছের ভেতর হাতের ওপর হাত
হাতের জ্বরেই কাঁপছে জাঁহাপনা
এক চালেতেই দাবার ঘোড়ার মাত
আলতা এবার আলতো কবেই বোনা।

মেলাব হাজার গোলযোগের মাঝে
পুতুল আমার ফানুস হয়েই ওড়ে
চোখের পাতায় তারার নিবিড় সাঁঝে
উথাল পাথাল হৃদয় কবর খোঁড়ে।

আবহে স্পর্শে

আহত আঁখিব কোণে ক্লান্তি আব হতাশার অনুদাত্ত ছায়া
কেঁপে কেঁপে ওঠে যেন বৃষ্টিভেজা অবসন্ন রাত্রি অবসান
এখন নিরত আশা এখন প্রদীপ্ত এক বিদ্যুতের জিভ
কামড়ে কামড়ে বিনিঃশেষ ক'বে ফেলছে আয়ুশ্চক্রে স্থিতধী জীবন

লোভের এ-হাত দিয়ে ছোঁয়া তো যাবে না তাই দূরে স'রে যাই
পথে ও বিপথে ঘোরে স্মৃতির বল্কলবাস কারণিক গান
থেমে থাকা অনুচিত কান্নার নিতান্ত পাশে ক্লিন্ন সম্মেলন
অতএব অন্যপথে পৃথিবীব সুবিস্তীর্ণ তন্ময়তা জড়াই শরীবে

ফিবে যাও মিতাচাবী প্রদীপ তুলসীতলে শঙ্খে শঙ্খমুখ
আমাব সময় নেই নিবন্ন ভিক্ষুব মতো আজো পথ হাঁটি

* *

আমি তো আহত হতে চেয়েছি জীবনে
শুধু সুখ নিস্তরঙ্গ পবমায়ু নিয়ে
সান্ত্বনা কোথায়
সেকারণ ঘুরে ঘুবে দুপায়ের নিচেকার মাটি
সরিয়ে সরিয়ে শেষে মুছে লেপে মুছে
বাণে শবে দীর্ণ ক'রে ক্লান্ত হতে চাই

যন্ত্রণা সন্তাপ মৃত্যু সবাইকে ভয় পাই খুব ভয় পাই
তথাপি গভীর টান তবুও কাছেই রাখি মনের বাঁশরি
মাঝে মাঝে বেজে ওঠে সে-বাঁশির ক্ষতমুখধ্বনি
রক্তের আবহে স্পর্শে রোমাঞ্চিত নারী

আহত বেলাভূমি

নিস্তরঙ্গ শস্যক্ষেত্রে অগোচরে হাওয়া এলো, হাওয়া,
পাতায় ফুলের ঘ্রাণে স্পর্শ কার এঁকে এঁকে যায়
কে যেন দাঁড়ের শব্দে ঘুমঘোর আঁচল বিছায়
হাতে তার শঙ্খরেখা কপালেতে সিঁদুরের টিপ
অতি ধীরে গৃহগামী, চেনা চেনা মনে হয় তাকে।
বসন্তে প্রাঙ্গণ ছেয়ে মাধুবীর অপরূপ খেলা
ভোরের আলোর স্পর্শে কেটে যায় সলজ্জ অবেলা
কূলহীন অকূলেতে জেগে ওঠে ভীরু অন্তরীপ।

কেবল সময় কাটে নিরিবিলি অকাজের কাজে
অনাঘ্রাত বাসরেতে মঞ্জীরমধুব অবসাদ
সান্ত্বনার কুহেলিকা অনুরাগী তরঙ্গকে ঢাকে।
দীর্ঘায়ত পত্রলেখা নিম্নগামী করে অধিবাজে
অথবা ঊর্ধ্বের তানে কণ্ঠে তার নম্র অপরাধ
বিমগ্ন তটের প্রান্তে স্পর্শাতুর চেতনাকে রাখে।

মধ্যবর্তী ঘর

যখন একাকী তুমি ফিরে যাবে মধ্যবর্তী ঘরে
আমাকে ফিরিয়ে দিও আমার সমস্ত স্মৃতিগুলি,
অন্তরঙ্গ পরিহাস, মনস্তাপ, অপরাহ্নে স্থির
বিষণ্ণ বিস্ময় আর বিস্ফারিত কামনাবিলাস ,
এরকম আরো কিছু কথাবার্তা হলে পরে ক্রমে
অন্ধকাব নেমে এলো। নির্জন গাছের পাশাপাশি
বাড়ন্ত অপরাজিতা অনুর্বব ভূমি হয়ে গেল,
বৃক্ষ-ছায়া অন্তর্হিত হলে এক আহ্নত অতিথি।

তবু আজো প্রতিদিন সন্ধ্যা হলে দূরান্তেব গ্রামে
শাঁখ বেজে ওঠে, যেন অকস্মাৎ অবুঝ বাতাস
দোলা দেয় অবনত বকুলশাখায়, জীর্ণ পাতা
দুটো একটা ফুল ঝ'রে পড়ে। সেই আকুলিত চোখে
ছবি হয়ে ভেসে ওঠে মধ্যবর্তী ঘবের তুফান,
ঝড়েব প্রচণ্ড হাতে খুলে যায় যন্ত্রণা জানালা।

কখন গড়িয়ে গেল

কখন গড়িয়ে গেল, বেলা অবেলায়
কখন গড়িয়ে গেল।
চোখের অবাবে সেই কুয়াশাব মতো মৃদু শ্বাস
গভীরে গভীরে আজো নামে,
যখন পাতাব বেখা কেঁপে কেঁপে তাব
সবটুকু বাউল বাতাস
কেড়ে নেয়
আহা
কী ক'রে দেখি যে সেই পবিণাম, থাক অবসব,
যদিবা শিথিল হয়ে ভেসে যাই পাগল শ্রাবণে
কে থাকে ছায়ার মতো বিকেলের নিমেব শাখায়
ছায়া থেকে আলো স'বে গেলে তারপবে
চুপি চুপি
চেয়ে থাকা—চেয়ে থাকা দেয়ালেব ছবিটার মতো
অথবা কিছুই নয়, কোনো কিছু বেদনাব ভাষা
না জেনেই ছড়িয়ে দিলাম আমি আমার দুধারে
ইতিহাস হয়ে যাওয়া কতো চেনা নাম
বাস্ত চেতনাব গাঙ, হারিয়ে হাবিয়ে যারা থাকে
হারাতে হারাতে যাবা পুরনো গাছেব মনে
নতুন আকাশে
আর
কিজানি কোথায় কোন পাষাণ প্রাচীবে থাকে হাবাতে হারাতে।

তারপর—তাবপর—এবং সেখানে
আলোর সুতোব মতো জড়িয়ে জড়িয়ে

গাঁথা থাকে চারুদারু মাধবীমালতি, সারাদিন, সারাবেলা
প্রহরের গৃহকোণে, আঁধারে আড়ালে
জড়ালে
আমায় জড়ালে। আমি একা।
কখন গড়িয়ে গেল, বেলা অবেলায়
কখন গড়িয়ে গেল।

উত্তরণ

কাঁখালে কাজল ঢেউ ভোগবতী সাধিকা রমণী,
দেখে যেন মনে পড়ে মেঘলোকে তটিনীমেখলা
বিচিত্র দোলনচাঁপা তপ্ততন্তু নক্ষত্রের মণি
আহা ! কিযে দীঘিজল, কী অতল আবহে চঞ্চলা !

পঞ্চবট ছায়া দেয়, সুশীতল লতানো শরীর,
প্রবাসী আপন ঘরে উদাসীন, আমি তটরেখা,
প্রভাতে সন্ধ্যায় রাতে ঢেউ ভাঙে, কূলেতে অধীর
ঢেউ আসে চ'লে যায়, ধুয়ে ধুয়ে ক্ষীয়মাণ একা !

বসন্তপ্রহর কাটে, চৈত্রসন্ধ্যা মুছে গেলে পরে
রোশেখী ধূসর ক্ষেত্র রুক্ষমূর্তি সায়রে ডোবায়,
ভাদর সোহাগে ভরা, স্থমিত লালিত অবসরে
অবকাশে সংশয়ের দোলাচল, কালো মেঘ ছায়

চকিতে লুকায় ছায়া, সনির্বন্ধ দুয়ারেতে খিল,
বিজন ভিখারী দেখি বহুদূরে ওড়ে শঙ্খচিল।

কেনযে

কেবল ভ্রূকুটি এঁকে কেনযে পাথর হলে ? কেন
ধ্বনিত করলে না এই পাতাল ! এখানে
বিদিত মৃত্যুর গন্ধ, বিষাক্ত নিঃশ্বাস ,
কেনযে হলে না গান সুবাসে মর্মরে !

পায়ে পায়ে জলে নামি, পালকে নোলক
গড়ি, ছবি আঁকি। ছবি উত্তাপবিহীন,
শীতেব পাঁজর যেন, আব
অকালে বসন্ত হতে পারে না পারে না।
সবাই পুতুল হবে ব'লে
আজ সারে সাবে ভিড কবেছে। সবাই
পুতুল হয়েছে আব তুমি শুধু পাথর হয়েছ
নিবিবিলি সরলতা শুষে শুষে। তুমি
ধ্বনিত কবলে না কেন, মথিত কবলে না
এই ত্রিভুবন ! তুমি কেন
ধ্বনিত কবলে না এই পাতাল। কেনযে

সন্ধ্যার তিমিরে

সূর্য ডুবে গেলে আমি সন্ধ্যার তিমিরে মগ্ন হই
আকণ্ঠ তৃষ্ণার হাত পেতে দিই শ্যামলী প্রচ্ছায়ে,
ঘুমন্ত শিশুর মতো ঠোঁটের কম্পিত প্রার্থনায়
আলপনা, বিস্মিত স্পর্শ। তখন নদীর জল স্থির,
তথাপি এখানে উষ্ণ বিলম্বিত অধীর বাত্যায়,
সূর্য ডুবে গেলে আমি সন্ধ্যার গহীনে শান্ত অথৈ।

অথচ জানি না আজো কোনখানে শান্তি পাবো, কোন
সুচারু প্রশ্নের তলে নতজানু হবে মোক্ষধাম,
দীনতম ভীরু স্বপ্ন, মার্জিত ইচ্ছার পায়ে পায়ে
একি পাংশু ক্ষতমুখ, একি দীর্ণ করুণ শরীর ?
লাস্যময়ী, ক্ষণদীপ্ত, সুচতুর চোখে ডোবে মন,
গাঢ়তর নিবিড়তা, ইতিমধ্যে লেখা হবে নাম।

সূর্য ডুবে গেলে আমি মগ্ন হই সন্ধ্যার তিমিরে
তার আগে এ-আলোক মিশে থাকে বাতায়ন ঘিরে।

পদাবলি : ১

অনুরাগী মগ্নতরী

উত্তাল তরঙ্গমালা, ক্রটিহীন লবণাক্ত রেখা,
বক্ষতাপে আরণ্যক পরিব্যাপ্ত দিগন্ত অবধি।
স্থিব চোখে অবিন্যাস কামনারা, বাহুবৃত্তে লেখা
সমুদ্রের নাম, গর্ভে অনুরাগী মগ্নতরী। যদি

এ-প্রান্তরে লগ্ন হতে পারি এই অতলান্ত নীলে
কী আনন্দ স্বস্তি আর দগ্ধ অঙ্গে চুম্বনের লিপি,
তারপর অন্ধকার, সিঁড়ি বেয়ে নামা। অস্তমিলে
নিমীলিত পবিণাম, ক্ষমাহীন ত্বরিত প্রতীপি

বিদ্যুতে আলোকে স্নাত শুক্লসন্ধ্যা ঝটিকাআহত,
মগ্নরাগে অচৈতন্য অপস্মাব। অতন্দ্র প্রহর
জপে ক্লান্ত তপোভঙ্গ ঋষি, শ্যাম অটবী সন্নত

সরসীব চঞ্চুপ্রান্তে , প্রভাতে সুদীর্ঘ ছায়া, স্বর !
বালিয়াড়ি, চর, জল ; সাগর দূরের স্বপ্ন, মন
আলম্বন চেতনাকে জড়িয়েছে নিভৃতে কখন।

পদাবলি ঃ ২

উতরোল বৃক্ষমূলে

কি দেবো তোমাকে আর ? নির্জনতা দিয়েছি তো আগে !
এখন দুহাত শূন্য, শুধু ছায়া নিদাঘের ছায়া
এ-প্রাঙ্গণে খেলা করে নিবিড় অঙ্গের সম্মোহনে ,
অতএব দুপুরের এই ক্লান্ত কুঞ্চিত প্রয়াগে
নেমো না। গভীরে বেলা বেড়ে চলে, চটুল বেহায়া
তীরে, অন্ধকারে কিংবা ঘরের বাতাসে সংগোপনে

ফিরে যাও, ফিবে যাও আজ। আমি নিতান্ত করুণ
নায়ক, তোমাকে বলছি—ত্যাগ ক'বে দুলালী এ-চর
স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠা নাও। বিজড়িত পুর্বস্মৃতি ভুলে
নিজেকে বাসর করো, দীপাবলি সাজিয়ে তরুণ
নির্জনে আমাকে ডেকো, দেখতে পাবে নিলাজ অধব,
উষ্ণধারা, বিদ্যুতের মালা। উতরোল বৃক্ষমূলে

অকম্পিত মৃগশিশু, চোখে তাব সঞ্চারিত নীল,

পদাবলি ঃ ৩

কাকে যেন ডাকি

কেউ কি দাঁড়িয়ে আছে দরজার ওপাশে নির্জনে,
কথা বলবে ব'লে কেউ চেয়ে আছে জড়িত দ্বিধায় !
আমি একা ব'সে থাকি শাদা ঘরে, মগ্নতম কোণে ;
বাতাসের বক্ররেখা, বাতাসের বৃত্তে পায় পায়

তার কথা উপস্থিতি ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে ঘরে,
এখন কাজের ফাঁকে এখন আলোর অবকাশ।
এতক্ষণ ফিরে গেছে শ্রাবণের মেঘে গেছে ভ'রে,
মাতাল নদীর বুকে তরীখানা ফেলছে দীর্ঘশ্বাস।

সন্ধ্যা এলো, চুপিচুপি সন্ধ্যা এলো, ঘরে অন্ধকার,
পাশের বকুলগাছে লুকনো শব্দের পায়চারি,
সব গতি থেমে যায়, চেনামুখ এখন আবার

চিনে নিতে হয়। শুধু ভুলে যাই, ভুলে যেতে পারি,
তাছাড়া নিরালা আমি এই ঘরে এই সন্ধ্যা মাখি,
মাঝে মাঝে যন্ত্রণার কুণ্ড থেকে কাকে যেন ডাকি।

পদাবলি : ৪

স্রোতের প্রান্তে

চতুষ্কোণ জলাধারে প্রতিবিম্ব এঁকেছে চতুর ,
আলো নেই, শব্দ নেই, ছায়া কিংবা জটিল প্রক্ষেপ
পড়ে না চাতালে। পার্কে বিজড়িত গড়ানো দুপুর,
এমন ক্ষয়িত স্বর্গে প্রেমিকার নিষ্ঠ কালক্ষেপ।

নিয়ত উন্মুখ চাওয়া, প্রতিশব্দে পদক্ষেপ, ধ্বনি,
বহুবার ভুল-বোঝা হিজিবিজি কামনাবিন্যাস।
রাত্রির পঞ্চম অঙ্ক, অতঃপর নায়িকা তেমনি
একাকী নিয়মনিষ্ঠ, কণ্ঠে গীত শুদ্ধ অনুপ্রাস।

প্রভাতে রাত্রির ছায়া যেন পূর্বস্মৃতির কৌতুক,
উচ্ছলিত গঙ্গাজলে কৃষ্ণকায় অমাবস্যা স্থির ,
অতলে অঙ্গারটুকু দীপ্তি চায়, প্রেম সর্বভুক
মনে হলো এ-তিমিরে, চূর্ণজলে দর্পিত শরীর।

বিনীত স্রোতের প্রান্তে নামাবলি, আয়ত তর্পণ ,
স্বর্ণমৃগ করায়ত্ত, মরুপথে বৃথা অন্বেষণ।

পদাবলি : ৫

প্রান্তিক

গোপনে গোপন কথা, নিরঞ্জন মিত্রের বাগানে
ধুতুরার শ্লথ গন্ধ, কামুক বাতাসে দীর্ণ পট,
চৌকাঠে অরুণ চোখ, বিসমিল্লার ছুনে ছায়ানট
এসব অনেককিছু শ্রান্ত হয়ে হারায় বিতানে।
অলস নিয়নআলো বন্দরে বিলোয় অন্ধকার,
হাতের বিলাপ ঢাকে অনুদার জঘন্য পিপাসা,
মন্দাক্রান্তা ছন্দে বুক স্বাগত জানায়, যেন তার
বিমগ্ন ঘরের রক্তে অভিশাপ ছড়ালো দুর্বাসা।

এর চেয়ে ভালো ছিল একা একা নিমজ্জিত হওয়া
মদে কি মদের গন্ধে অথবা সার্কাসে দৈন্যতায়
তবু সে ক্ষণিক শান্তি, অলক্ষ্যে প্রান্তিক প্রেম বওয়া,
এর চেয়ে ভালো ছিল ডুবুডুবু আসক্ত নৌকায়
অবিকল মিশে যাওয়া ; চঞ্চলতা, শরীরে অঙ্গার,
বিতৃষ্ণা অরুচি, নিত্য অনায়াস বিপন্ন বিকার।

না, আমি আর……

তোমার ফুলের টব ফিরিয়ে নিও। না, আমি আর
বন্দী থাকতে পারছি না এভাবে ;
ফুলগুলো দ্যুতিহীন ! কতোদিন আগেকার কথা ,
জানালায় ক্লান্ত ছায়া, এখনো আকাশে ঘন মেঘ,
তোমার ফুলের টব ফিরিয়ে নিও।

না, আমি আব
যাবো না। কাজললতা, চিরুনি, আয়নাটা
যে ঘরে সেখানে গেলে কী যেন হারাই ;
হয়তো কথা, মুখ, সিঁড়ি ! না, আমি যাবো না,
বরং বিকেলে একা ঝর্ণাব আঁচলে
নিচু স্বর হবো ;
তবু
ও-ঘরে যাবো না আমি, যেখানে উজ্জ্বল আলো, আব
শাড়ির সটান ভিড।
তোমাব ফুলের টব ফিরিয়ে নিও। না. আমি আর……

নিভৃত তীর্থে

নিতান্ত শিশুর মতো সমর্পিত ঘনিষ্ঠ সংরাগে
মায়ের নিবিড়ে থাকি, হৃদয়ের খুব কাছাকাছি
বন্ধনে আবদ্ধ রাখি মূল্যবান আহৃত প্রয়াগে ;
যেহেতু নিভৃত তীর্থে মা আছে এবং আমি আছি ।

কোনো শঙ্কা আতঙ্কিত করে না এখন, আলোড়ন
শক্তি আনে, দীপ্ত ঘরে একনিষ্ঠ প্রদীপে আলোক
অনির্বাণ মহিমায় অপরূপ বিভূতিপ্রবণ,
জীবনের প্রয়োজনে মুখে মুখে গ'ড়ে ওঠে শ্লোক ।

নবতর উজ্জীবনে প্রেমিকের শুদ্ধ প্রেম যাচি,
যেহেতু নিভৃত তীর্থে মা আছে এবং আমি আছি ।

বসন্ত এসেছে ব'লে

বসন্ত এসেছে ব'লে ভুলে যাই যন্ত্রণার নাম,
বসন্ত এসেছে ব'লে মনে পড়ে নীরব নদীকে,
অবিরত ঢেউ আর সারি সারি বকুলের ছায়া
খেলা করে, আহা, যেন বুঝি না কিছুই
বোঝাতে পারি না তার প্রবাহিত স্বচারু শরীর,
সেখানে সমস্ত কথা ভুলে যেতে পারি
যেহেতু মুকুলভরা শাখায় শাখায়
প্রতীক্ষার বাঁশি বাজে প্রতীক্ষায় রাত হয় ভোর হয়, পাখি
কেবলি পাখায় আঁকে গভীর অসুখ,
নিকটে দূরের টান, দূরে গিয়ে সান্ত্বনা হারাই,
পুরনো প্রান্তর যতো মনে পড়ে, নারীকে আমার
মনে পড়ে, সব কাজ আড়ালে আড়ালে, সব স্মৃতি, সব সাধ····
দুটি চোখ বুজে আসে যখন আবেশে এই পৃথিবী ছাড়িয়ে
বসন্ত এসেছে ব'লে ভুলে যাই যন্ত্রণার নাম।

এখনো আঁতুড়ঘরে

এখনো আঁতুড়ঘরে শিশুটার ক্রন্দনে বাতাস
উত্তুরে শীতের স্রোতে কেঁপে কেঁপে যায়
এখনো মঠের নিচে মাটিতে বিশীর্ণ অবকাশ
উদযাপন করবে ব'লে বহু অভিপ্রায়
বিশ্বাস এবং কিছু দৈববাণী নিয়ে বেঁচে আছে
গুটিকয় দুর্বাঘাস মৃতপ্রায় দীঘিটার কাছে।

বন আর জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে হাঘরে আলোক
পশ্চিমের অবসাদে অঙ্গ ঢেকেঢুকে
নাড়া দেয় অঙ্গরাগে, বাঁধা পড়ে ভ্রাম্যমাণ রোগ,
তখনো সন্ধ্যার বাকি দূরের মুলুকে।
জলে কার কালো ছায়া, অনড় শব্দের প্রতিভাস
স্পর্শ পেয়ে হলো জীর্ণ পুষ্প একরাশ।

এখনো আঁতুড়ঘরে শিশুটার ক্রন্দনে বাতাস
উত্তুরে স্রোতের শীতে কেঁপে কেঁপে যায়।

বিদীর্ণ আবেগ

বেলা প'ড়ে আসে, তবু বাঁশরি বাজে না, তবে আর
কি হবে উজান ঠেলে, কি লাভ প্রেমের গান গেয়ে !
ঝিকিমিকি রৌদ্রকণা ছুঁতে চায় প্রান্তর আমার
কেনযে পারে না দিতে বিশল্যকরণী, তার চেয়ে
আলোকিত অভিপ্রায় কিছু নেই, কিছুই ছিল না,
বেলা প'ড়ে আসে, তবু কেন আজ বাঁশরি বাজে না !

নিশীথে নির্জন তীরে বহুদিন দেখেছি, নির্ঝর
লীলায়িত ভঙ্গিমায় পরিচিত দৃশ্য থেকে দূরে
আকুলিত বাহুপাশে সঁপেছে সম্ভাররাশি, স্বর
কেঁপেছে তরঙ্গে আর শ্যামকান্তি দৃপ্ত অশ্বখুরে ।

এখনো ভুলিনি সেই চন্দ্রালোকে ধৌত তরুলতা !

আত্মীয় স্মৃতির রেখা মুছে দিয়ে অনাহুত মেঘ
যমুনার কালো জলে রক্তপদ্মে হয় কথকতা,
বাঁশরি বাজে না তবু, ভ্রষ্ট সুরে বিদীর্ণ আবেগ ।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

(কবি বিষ্ণু দে-র উদ্দেশে)

একক আশ্চর্য শিল্পী, পরিচিত, তথাপি বিস্ময় !
মনে হয় রামধনু, সুসংহত গ্লেসিয়ার যেন,
স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতে স্থিত এক স্বচ্ছ সরোবর
নদীর গতি ও প্রাণ সাগরের নীল অসীমতা।

আমার মনের চোখে দেখে নিতে গিয়ে জাদু লাগে,
রঙের বদল আর প্রগতির রূপছবি আলো,
অথচ একটি বিন্দু অভিমুখে সুদূরাভিসার

এবং মানবপ্রেমে চিরদিন মুখ রাঙা ফাগে,
তির্যক সূর্যের ফলা প্রশান্তিতে খুলে দেয় দ্বার।

নীরব কৃষ্ণের মাঝে কতো শতো রাধিকা ফুরালো ॥

এঘর ওঘর ঘুরে

যন্ত্রণার স্পর্শ নেই সর্ব অঙ্গ যেহেতু অবশ,
ভেতরে ঘুলিয়ে ওঠে, দুলে ওঠে নাড়িতে অঙ্গার,
অগোচরে দিন কাটে, রাত হয় মন্থর পাহাড়।
সারাক্ষণ অপলাপ, ঘূর্ণাবর্ত, অচেতন গৃহ,
যতোদূর দৃষ্টি রাখি যতোক্ষণ পথে পথ হাঁটি
প্রতি পদক্ষেপে কাঁপে বেলুনের স্ফীত দেহখানা।
কারণ বুঝি না কিছু অকারণে জটিলতা বাড়ে,
আলোকিত ঘর নয়, ঘরে শুয়ে অন্ধকাররাশি,
কখনো এমন দৃশ্য দেখেছি ব'লে তো মনে নেই.
এঘর ওঘর ঘুরে শেষে ভাসি বেহুলাভেলায়।

ভেসে যাই খরস্রোতে

ভেসে যাই খরস্রোতে, তটিনীর লোলুপ গুহায়,
তীরের মানুষ তোমরা আমাকে বাঁচাও সর্বনাশে ;
উর্ধ্ববাহু গাছপালা, লজ্জানত শায়িত সন্ধান,
সহস্র আকুল প্রশ্নে একক উত্তর, পায় পায়
মৃত্যুর নিতান্ত কাছে এসেও বাঁচতে চাই, ত্রাসে

বুকের পাঁজর ঠেলে হৃৎপিণ্ড থরথর কাঁপে।
আমাকে বাঁচাও বন্ধু, কামনায় আকাঙ্ক্ষার ঘর
পিলসুজে প্রদীপ জ্বালে, আলোকিত হবে অনুধ্যান,
আজ শুধু হাত ধরো, টেনে তোলো—বিবর্ণ অধর
কাঁপছে, যেন একটু পরে মন্দিরের জারিত সন্তাপে

বলি দেওয়া হবে, যেন সংগোপনে দুরারোগ্য ব্যাধি
সর্বাঙ্গে পেতেছে তার সুসজ্জিত ঘনিষ্ঠ বাসর !
কিন্তু আমি অসহায়, বাহুতে শক্তির অপচয়
থেমে গেছে, বদ্ধ শ্বাস, স্রোতে শান্ত প'ড়ে অপরাধী ,
ক্রমশ শীতল তৃষ্ণা, জিহ্বামূলে ক্ষুধার আঁচড়,

কোথায় গেলে যে আমি খুঁজে পাবো জীবনের নাম,
আয়ত শপথে স্বার্থে অনুকূল পরিবেশ থেকে
পরস্পরে মুক্তপথে অবারিত সাধে পরিচয়
আঁকবো পটে, ইতিহাস গড়া হবে অভিজ্ঞতা রেখে,
আজ আমি ভেসে যাই, ভাসমান ঋদ্ধ মনস্কাম ।

কোথায় আকাশ পাই

কোনো দূর তমসায় নক্ষত্রের আলোকসঙ্কাশে
অমূর্ত শব্দের স্বর বেদনার ব্যঞ্জিত আভায়
ছায়াপথ র'চে চলে নীহারিকা-আবৃত আভাসে,
সে ধ্বনি মেদুর ধ্বনি বিভাসে আতুর কামনায়
ধরা পড়ে সমর্পণে অভিসারিকার যাত্রাপথে।

চেতন ফুলের সাজি, চন্দনসিঞ্চিত সুকুমার
পালের কাঁপন স্থাথে মেঘরাগে আহৃত জীবন,
বিতর্কে সময় কাটে, ঘরগড়া-ইচ্ছায় আঁধার
বেড়ে চলে নিরন্তর। কেবলি আমার চেনা মন
ভারে ভারে নুয়ে পড়ে ছুটে চলে আয়ত শপথে।

কোথায় আকাশ পাই, অবসর, তরঙ্গিত চর,
অথচ জটিল সাধ, অথচ গভীর অবসাদ ;
হে মেঘ, হে রৌদ্র, তোমরা সাক্ষী থেকো, স্মিত অধর
হারিয়ে নিশীথে পাই শূন্য ঘর, কুঞ্চিত অগাধ !